সড়ক দুর্ঘটনায় ১১ বছরে নিহত ২৮ হাজার

নূরুল ইসলাম

হামিমের মায়ের কান্না থামছে না। বাসের চাকায় পিষ্ট হয়েছে তার সমস্ত স্বপ্ন। উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের ছাত্র হামিমের মায়ের এক চোখে ব্যান্ডেজ। স্বপ্ন ভাঙার বেদনায় অন্যচোখে ঝরছে অঝোরে পানি। উন্মাদের মতো বার বার দেখতে চাচ্ছেন ছেলেকে। হামিমের বাবা মোতালেব শেখ জানান, কোনভাবেই তাকে সামলানো যাচ্ছে না। জ্ঞান ফিরে আসার পর আবার মূর্ছা যাচ্ছেন। গত বুধবার মধুমতি পরিবহনের যে বাসটি উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের সামনে শিশু হামিমকে চাপা দিয়েছিল তার চালক শামসুর রহমানের ড্রাইভিং লাইসেন্সটি জাল বলে জানালেন রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদে শামসুর রহমান পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে হেলপারি করতে করতে সে চালক হয়েছে। তার বক্তব্য অনুযায়ী বাসটির লুকিং গ্লাসও ছিল না। ফলে হামিমকে ধাক্কা দেয়ার সময় সে কিছুই বুঝতে পারেনি। বাসটি যখন হামিমের কোমল শরীরের উপরে উঠে যায় তখন সে আঁচ করে চাকার নীচে কিছু একটা পড়েছে। এরপর স্বভাবসুলভ পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। শামসুর রহমানের মতো তিন হাজারেরও বেশি চালক জাল লাইসেন্স দিয়ে বাস-মিনিবাস চালাচ্ছে ব্যস্ত এই নগরীতে। রুট পারমিটসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেই আড়াই হাজার বাসের। পুলিশের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত বছর রাজধানীতে ৪৬৯টি সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে ২৭৩ জন। গত ১১ বছরে সারাদেশে ৩ লাখ ১৮ হাজার সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে প্রায় ২৮ হাজার মানুষ। পঙ্গু হয়েছে ৮ হাজারেরও বেশি। এসব দুর্ঘটনার অধিকাংশই ঘটেছে চালকদের অদক্ষতার কারণে।

ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন রুটের ৬ হাজার বাস-মিনিবাসের মধ্যে অর্ধেকেরও আসল ফিটনেস সার্টিফিকেটসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেই। ট্রাফিক পুলিশকে সাপ্তাহিক ও মাসিক ভিত্তিতে ঘুষ দিয়ে চলছে এসব বাস-মিনিবাস। ভুয়া লাইসেন্স নিয়ে শামসুর রহমানও বাস চালানোর সুযোগ পেয়েছিল। মধুমতি পরিবহনের বাসটির লুকিং গ্লাস না থাকার কারণও একটাই। নগরীর বিভিন্ন রুটের বাস মালিকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে ট্রাফিক পুলিশকে টাকা না দিয়ে কেউই বাস মিনিবাস চালাতে পারে না। রুট পারমিট, ফিটনেসসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় সাপ্তাহিক ও মাসিক ভিত্তিতে ট্রাফিক পুলিশকে টাকা দিতে হয়। এই টাকার ভাগ সার্জেন্ট থেকে শুরু করে একেবারে উচ্চপর্যায় পর্যন্ত যায়। মাঝে মধ্যে পুলিশ যে অভিযান চালায় তার নেপথ্যেও রয়েছে উপরি আয়। অভিযানে বাস আটক করার পর তা ছাড়িয়ে নিতেও এককালীন ৩০/৪০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। কয়েকজন মালিকের ভাষায় সাম্প্রতিক সময়ে ট্রাফিক পুলিশের এই প্রবণতা অনেক বেড়েছে। ভুয়া লাইসেন্স দিয়ে শামসুর রহমান কিভাবে গাড়ী চালানোর সুযোগ পেলো সে প্রসঙ্গে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিসি (উত্তর) বিধান ত্রিপুরা বলেন, কোনভাবে হয়তো সে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়েছে। তিনি বলেন, ফিটনেস বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রবিহীন গাড়ী আটক করে পুলিশ মামলা করতে পারে। এতে ২শ' থেকে ঊর্ধ্বে ৭শ' টাকা জরিমানা হয়। জরিমানা দিয়ে বিআরটিএতে গিয়ে কাগজপত্র হালনাগাদ করে আবার সেই গাড়ী রাস্তায় নামানো যায়। এই প্রবণতা রোধ করার জন্য আইন সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে বিধান ত্রিপুরা বলেন, আইনের দুর্বলতার কারণেই এতোকিছু ঘটছে।

পুলিশের হিসাব অনুযায়ী রাজধানীতে গত বছর ৪৬৯টি দুর্ঘটনায় মারা গেছে ২৭৩ জন। পঙ্গুত্ব বরণ করেছে ২৪২ জন। সারাদেশের এই সংখ্যা অনেক বড়। গত ১১ বছরে সারাদেশে ৩ লাখ ১৮ হাজার সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে প্রায় ২৮ হাজার। পঙ্গু হয়েছে ৮ হাজারেরও বেশি মানুষ। গত বছর সড়ক দুর্ঘটনায় প্রায় তিন হাজার মানুষ মারা গেছে। এই হিসাব বিআরটিএ'র।

এসব দুর্ঘটনার অর্ধেকেরও বেশি ঘটেছে অদক্ষ চালকের কারণে। খোদ পুলিশেরই মতে, নগরীতে চলাচলরত ৬ হাজার বাস মিনিবাসের মধ্যে তিন হাজারেরও বেশি চালকের লাইসেন্স ভুয়া বা জাল। এজন্য পুলিশ বরাবরই বিআরটিএ-কে দায়ী করে আসছে। বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা বলেছেন, বিআরটিএতে এক শ্রেণীর দালাল প্রকৃত লাইসেন্সের আদলে ভুয়া লাইসেন্স তৈরী করে সরবরাহ করছে। লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা ও লিখিত পরীক্ষার ভয়ে চালকরা দালালদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকায় ভুয়া লাইসেন্স সংগ্রহ করছে। মালিকরাও সেই লাইসেন্সধারীদের গাড়ী চালানোর সুযোগ দিচ্ছে। পুলিশের ভাষ্য মতে, জনবল ও সময়ের স্বল্পতার কারণে পুলিশ চালকদের লাইসেন্স পরীক্ষা করার সময় পায় না। এই সুযোগে শামসুর

রহমানের মতো অনেক চালকই নির্বিঘ্নে গাড়ী চালাচ্ছে। ডিএমপির একজন কর্মকর্তা জানান, যারা জাল লাইসেন্স দিয়ে গাড়ী চালাচ্ছেন তাদের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। ওই তারিখের পর কেউ আর জাল বা ভুয়া লাইসেন্স দিয়ে গাড়ী চালানোর সুযোগ পাবে না। বাস মালিকদের সংগঠন ঢাকা সড়ক পরিবহন সমিতির সাধারণ সম্পাদক খোন্দকার এনায়েত উল্লাহ গতরাতে ইনকিলাবকে বলেছেন, সত্যিকারের লাইসেন্সধারী চালক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তিনি বলেন, মালিকরা সব সময় চায় তার গাড়ীটি যিনি চালাবেন তার প্রকৃত লাইসেন্স থাকুক। এতে করে দুর্ঘটনায় গাড়ীর কোন ক্ষতি হলে বা প্রাণহানি ঘটলে ইন্সুরেন্সের টাকা প্রাপ্তির গ্যারান্টি থাকে। প্রকৃত লাইসেন্সধারী চালক না পেয়ে বাধ্য হয়ে মালিকরা ভুয়া লাইসেন্সধারীদের গাড়ী দেয়। লাইসেন্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিয়মের জটিলতার কথা উল্লেখ করে খোন্দকার এনায়েতউল্লাহ বলেন, আমরা নিয়মটি সহজ করার জন্য বিআরটিএ'র চেয়ারম্যানের কাছে অনুরোধ করেছি। বিশেষ করে লিখিত পরীক্ষা বাদ দিয়ে মৌখিক পরীক্ষা চালু করার অনুরোধ করেছি। তাতে করে একজন ভাল অশিক্ষিত চালকও লাইসেন্স পাওয়ার সুযোগ পাবে। তবে এক্ষেত্রে আইন সংশোধন করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

কি করছে বিআরটিএ

টাকা হলে বিআরটিএতে সবই সম্ভব। গাড়ীর অবস্থা যা-ই হোক না কেন টাকা দিলেই সবই পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে সরকারী ফান্ডের টাকা জমা দিলেই হলো। কর্মকর্তাদের খুশি করলেই গাড়ীর ইঞ্জিন, বডি, লাইট, সিটের অবস্থা যা-ই থাকুক ফিটনেসসহ সব ধরনের কাগজপত্র মেলে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এ অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর আবার সেই আগের অবস্থা বিরাজ করছে। বরং এখন সরকার দলীয় দালালদের ক্ষমতা অনেক বেশি। তাদের টাকা না দিয়ে বিআরটিএ থেকে কোন গাড়ী কাগজপত্র নিয়ে বের হতে পারে না। কয়েকজন মালিক জানান, বিআরটিএ টাকার বিনিময়ে সব কাগজপত্র দিয়ে দেয় বলেই সব কিছু থাকার পরেও পুলিশকে টাকা দিতে হয়।

কি করছে পুলিশ

মালিকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, নগরীর প্রতিটি রুটের বাস ও মিনিবাসপ্রতি সাপ্তাহিক ও মাসিক ভিত্তিতে ট্রাফিক পুলিশকে টাকা দিতে হয়। এই টাকার পরিমাণ গাড়ীর অবস্থাভেদে ২শ' থেকে ৫শ' টাকা। একজন মালিক জানান, আগে ট্রাফিক পুলিশের বীট অনুযায়ী টাকা দিতে হতো। এখন পয়েন্টে পয়েন্টে টাকা দিতে হয়। সাপ্তাহিক ছাড়াও মাসিক ভিত্তিতে ট্রাফিক পুলিশকে টাকা না দিলে একটা কারণ দেখিয়ে সেই গাড়ী আটক করে রাখা হয়। নগরীতে এখন কোম্পানির অধীনে যেসব গাড়ী চলছে সেগুলোর জন্যও মাসিক ভিত্তিতে টাকা দিতে হয় ট্রাফিক পুলিশকে। সব মিলে মাস শেষে এই টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় অর্ধকোটিতে। একাধিক মালিক অভিযোগ করে বলেছেন, অভিযানের সময় রুট পারমিট, ফিটনেসসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের অভাবে যে সব গাড়ী আটক করা হয় সেগুলো পুলিশ রীতিমতো বাণিজ্য করে। রেকারের বিল দেয়ার সময় জানিয়ে দেয়া হয় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার অনুমতি ছাড়া কোনভাবেই গাড়ী ছাড়া যাবে না। এজন্য ডিএমপি হেড কোয়ার্টারে যোগাযোগ করতে বলা হয়। সেখানে গেলেই এককালীন ৩০/৪০ হাজার টাকা দাবি করা হয়। এ ব্যাপারে জানার জন্য গতকাল ট্রাফিক পুলিশের যুগ্ম কমিশনার সফিকুর রহমানের সাথে কয়েকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।